বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়।
৮৩-৮৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ঋণ শ্রেণীবিন্যাস বিভাগ

ফোনঃ ৯৫১৪৯১২
E-mail: dgmlcd@krishibank.org.bd

ঋণ আদায় মহাবিভাগ পরিপত্র নং- ০৫/২০১৭ তারিখ ঃ ১৮-১০-২০১৭ খ্রিঃ

বিষয় ঃ ৩০-০৬-২০১৮ তারিখ ভিত্তিক শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জন প্রসংগে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গণমানুষের সর্ববৃহৎ ব্যাংক। ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি মজবুত করা সহ ব্যাংককে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে দায় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ঋণ শৃংখলা জোরদার ও শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় পরিস্থিতির উন্নয়ন অপরিহার্য। বছরের শুরুতে শ্রেণীযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত ঋণ হিসাবসমূহ পরবর্তী সূত্র তারিখের মধ্যে সুদসহ সম্পূর্ণ আদায় করতে না পারার কারণেই বিগত কয়েক বছরে ব্যাংকের নন পারফর্মিং এ্যাসেটের পরিমাণ ও হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা মোটেও কাম্য নয়। কাজেই নতুনভাবে ঋণ শ্রেণীকৃত হওয়া রোধ করার পূর্বশর্ত হলো গুণগত মান সম্পন্ন ঋণ বিতরণ, যা সময়মত আদায় হবে এবং শ্রেণীযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত ঋণ হিসাবসমূহ পরবর্তী সূত্র তারিখের মধ্যে সুদসহ সম্পূর্ণ আদায় নিশ্চিত করা।

৩০-০৬-২০১৮ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের জন্য ৩০০০.০০ কোটি টাকা শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। গত ০৮-০৬-২০১৭ ইং তারিখে ঋণ আদায় মহাবিভাগের পরিপত্র নং- ০১/২০১৭ এর মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির বিভাগওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়।

০২। **৩০-০৬-২০১৭ সূত্র তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের ঋণ শ্রেণীবিন্যাস কার্যক্রম সম্পন্নের পর ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির প্রকৃত পরিমান এবং ঋণ আদায় মহাবিভাগের পরিপত্র নং- ০১/২০১৭ তারিখ ০৮-০৬-২০১৭ এর প্রাক্কলিত শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির পরিমান হ্রাস/বৃদ্ধি হওয়ায় উপরোক্ত পরিপত্রের মাধ্যমে জারীকৃত শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির বিভাগওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ৩০-০৬-২০১৮ তারিখ ভিত্তিক ৩০০০.০০ কোটি টাকা শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির বিভাগওয়ারী সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা পরিশিষ্ট-'ক' এ দেখানো হলো, যা সকল বিভাগীয় প্রধানগণ বিভাগাধীন অঞ্চলসমূহে এবং অঞ্চল প্রধানগণ অঞ্চলাধীন শাখাসমূহে ২৩-১০-১৭ তারিখের মধ্যে বন্টনপূর্বক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিক-নির্দেশনামূলক পত্র জারী করে ঋণ শ্রেণীবিন্যাস বিভাগকে অবহিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।**

০৩। শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ও হার হ্রাসকরণের জন্য শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়, ঋণ পুনঃতফসিল, নবায়ন, সুদ মওকুফ, ঋণ অবলোপন এবং নতুনভাবে শ্রেণীকৃত হওয়া রোধ করার জন্য শ্রেণীযোগ্য ঋণ সুদসহ সম্পূর্ণ আদায় অপরিহার্য। তাই শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অঞ্চল প্রধান ও বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণের গতিশীল নেতৃত্ব, তাৎক্ষনিক যথাযথ নির্দেশনা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে। তাছাড়া, শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ও হার সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য অর্থ মন্ত্রনালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ক্রমাগত তাগিদ প্রদান করা হচ্ছে। এতদ্প্রেক্ষিতে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানসহ শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পরামর্শ দেয়া হলো ঃ

ক) ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে শ্রেণীকৃত ও শ্রেণীযোগ্য ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করার নিমিত্তে বছরের শুরুতে WCL-1 ও WCL-2 (শ্রেণীযোগ্য) হিসেবে চিহ্নিত ঋণ হিসাবসমূহ পরবর্তী সূত্র তারিখের মধ্যে সুদসহ সম্পূর্ণ আদায় নিশ্চিতকরণ, যাতে নতুনভাবে কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হতে না পারে।

খ) মন্দ/ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত ০.৫০ লক্ষ টাকা ও তদুর্ধ পরিমাণ স্থিতি সম্পন্ন প্রতিটি ঋণ হিসাব এবং ১.০০ লক্ষ টাকা ও তদুর্ধ পরিমাণ খেলাপী/শ্রেণীকৃত ঋণ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে (Special attention) নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে আদায় নিশ্চিত করে শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসকরণ।

গ) প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক শাখা/অঞ্চল/বিভাগীয় পর্যায়ের শীর্ষ ৫০ খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের সাথে শাখা প্রধান/অঞ্চল প্রধানগণ/বিভাগীয় প্রধানগণ কর্তৃক নিবিড় যোগাযোগ, দ্বিপাক্ষীক আলোচনা ও তাগিদ প্রদানের মাধ্যমে অধিক পরিমানে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় নিশ্চিত করে শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসকরণ।

ঘ) ঋণ আদায়ের সকল ধরনের স্বাভাবিক কর্মকৌশল অবলম্বন করে অধিক পরিমানে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। বিশেষ বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী যেমন- নবান্ন উৎসব, শুভ হালখাতা, মধুমেলা, ক্র্যাশ প্রোগ্রাম এবং ঋণ আদায় ক্যাম্প স্থাপন করে অধিক পরিমাণে শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বার্ষিক ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিতকরণ। এক্ষেত্রে এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তি এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

ঙ) সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তিকরণের মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের জন্য অর্থ-বছরের শুরু থেকে আদালতের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রেখে অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ। এ সকল মামলায় কোর্টের মাধ্যমে ডাকা নিলামে ডাককারী পাওয়া না গেলে ঋণ আদায় বিভাগ থেকে ১২-১২-০৭ তারিখে জারীকৃত পত্র নং-প্রকা/আদায়-১০(২)৩য় খন্ড(অংশ)/২০০৭-২০০৮/১৪৩৫(১২৫০) এর নির্দেশানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে মামলা নিষ্পত্তিকরণ।

চলমান পাতা/ ০২

চ) অর্থ ঋণ আদালত কতৃক অর্থ ঋণ আদালত আইন - ২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারা মতে ব্যাংক বরাবরে ভোগদখল ও বিক্রির ক্ষমতা প্রদানকৃত ঋণের জামানতি সম্পত্তি দ্রুত নিলাম ডাকে বিক্রয়ের মাধ্যমে পাওনা আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়াও ৩৩(৭) ধারামতে মালিকানা স্বত্বপ্রাপ্ত জামানতি সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবের স্থিতি "১৩৬" খাতে স্থানান্তরের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

ছ) যে সকল খেলাপী ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে এখনো মামলা দায়ের করা হয় নাই, সে সকল ক্ষেত্রে অর্থ ঋণ আদালত আইন - ২০০৩ এর বিধানাবলী অনুসরণ পূর্বক আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিতকরন।

জ) তামাদি ঋণ আদায়ের পাশাপাশি অন্য কোন ঋণ নতুনভাবে তামাদি হওয়ার পূর্বেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (নগদ আদায়, ঋণ প্রাপ্তি স্বীকার পত্র তথা এলএফ ৪২ ও ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার পত্র তথা এলএফ ৪৬ পূরণ) গ্রহন করতে হবে। প্রয়োজনে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে হবে।

ঝ) ঋণ আদায় বিভাগের ০২/১২/২০০৮ তারিখে জারীকৃত পত্র নং- প্রকা/আদায়-২০(০২) এর নির্দেশনা অনুযায়ী মন্দ/ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় জোরদারকরণের জন্য অঞ্চল পর্যায়ে গঠিত কমিটির কার্যক্রম গতিশীল করার মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসকরণ।

ঞ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ-বছরের শুরু থেকে ঋণের সুদ মওকুফ ও পুনঃতফসিলকরণের মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ। সুদ মওকুফ বা ঋণ পুনঃতফসিলকরণের সিদ্ধান্ত ঋণগ্রহীতা কর্তৃক শর্তভঙ্গের কারণে বাতিল হলে সে ক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের জন্য আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ।

ট) **তদারকি কার্যক্রম ঃ** কর্পোরেট শাখা প্রধানগণ/শাখা ব্যবস্থাপকগণ শাখার সকল মাঠকর্মীগনের মধ্যে শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা বন্টনপূর্বক নিবিড়ভাবে মনিটরিং এর মাধ্যমে তা অর্জন নিশ্চিত করবেন। বিভাগীয় প্রধানগণ আওতাধীন অঞ্চল ও কর্পোরেট শাখাসমূহের এবং অঞ্চল প্রধানগণ অঞ্চলাধীন শাখাসমূহের শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করবেন।

০৪। বর্ণিত ব্যবস্থাবলী/পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংকের অনাদায়ী ঋণের তুলনায় শ্রেণীকৃত ঋণের হার একটি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ৩০-০৬-২০১৮ তারিখ ভিত্তিক শ্রেণীকৃত ঋণের স্থিতি ৩০০০.০০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনার নিমিত্তে অর্থ-বছরের শুরু থেকেই বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণসহ সকল নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা, শাখা ব্যবস্থাপক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(মোঃ হাবিব উল্যা)
মহাব্যবস্থাপক

তারিখ ঃ - ঐ -

প্রকা/সিএল-১(পলিসি)/২০১৭-১৮/৪১১(১২৫০)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। চীফ ষ্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০২। ষ্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গনের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৩। ষ্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গণের দপ্তর/অধ্যক্ষ, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৪। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক(অপারেশন), তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। **তাঁকে আলোচ্য পত্রটি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ওয়েব সাইটে আপ-লোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। উপ-মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়/ সকল কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। **তাঁদেরকে আওতাধীন সকল শাখায় বর্ণিত পরিপত্রটি প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৯। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১০। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে)।
১১। নথি/ মহানথি।

(মোঃ শাহজাহান)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

ঋণ শ্রেণীবিন্যাস বিভাগ

বিষয় ঃ ৩০-০৬-২০১৮ তারিখ ভিত্তিক শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির বিভাগওয়ারী সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভাগ/কার্যালয়ের নাম	৩০-০৬-২০১৮ তারিখ ভিত্তিক শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা
০১	০২	০৩
০১	ঢাকা	৯০৩.০৩
০২	ময়মনসিংহ	৪২০.৪৯
০৩	চট্টগ্রাম	৪৬৮.১৬
০৪	কুমিল্লা	২৬১.৭৭
০৫	সিলেট	১০৩.৭৮
০৬	খুলনা	১৩৬.০৭
০৭	কুষ্টিয়া	১৭৮.১৪
০৮	বরিশাল	১৫১.৩৩
০৯	ফরিদপুর	৬৬.০২
১০	এল,পি,ও	৩১১.২১
মোট ঃ		**৩০০০.০০**

(মোঃ রেদোয়ান হোসেন)
কর্মকর্তা

(মুহম্মদ সাজ্জাদ হোসেন)
উর্ধতন মুখ্য কর্মকর্তা